বিএনপির বিষদাঁত ভাঙতেই ২০১৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবে আওয়ামী লীগ

হাছান মাহমুদ

আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাসান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপির রাজনীতি ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, তাদের বিষদাঁত ভাঙতেই আওয়ামী লীগকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে হবে। বর্তমান সরকারের এই লক্ষ্য পূরণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সোমবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে চলমান রাজনীতি নিয়ে ‘বঙ্গবন্ধু একাডেমি’ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য হাজী মো. সেলিমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান, সাম্যবাদী দলের নেতা হারুণ চৌধুরী প্রমুখ।

বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ্য করে হাছান মাহমুদ বলেন, তার জন্ম ভারতের জলপাইগুড়িতে। আর পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা থেকে মাসোহারা গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় খালেদা জিয়া জন্মগতভাবে ভারতি আর চেতনায় পাকিস্তানি। বাংলাদেশে রাজনীতি করার অধিকার তার নেই। সরকার জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এই অবস্থায় আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বিএনপি নেতাদের বেরিয়ে যাওয়া দুঃখজনক। এই বিষয়ের উপর প্রশাসনকে আরও বেশি নজর দিতে হবে।

বিএনপি নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনাদের ওপর বদজিন আছর করেছে। এজন্য বাংলাদেশের মানুষকে অবরুদ্ধ করতে চেয়েছেন। আলোচনা চাইলে জামায়াতের সঙ্গ ত্যাগ করুন। অন্যথায় বিএনপির সঙ্গে কোনো অবস্থায়ই আলোচনা হবে না।

জনগণের জান-মাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করুন

ডা. শফিকুর রহমান

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলা জামায়াতের প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি ও সাবেক পৌরসভা কমিশনার মোঃ নজরুল ইসলাম এবং উপজেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি ও বৈচিতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন মাস্টারকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল ডা. শফিকুর রহমান সোমবার বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, গত রোববার দত্তনগর কৃষি ফার্ম এলাকা থেকে মহেশপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি ও সাবেক পৌরসভা কমিশনার নজরুল ইসলাম এবং উপজেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি ও বৈচিতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিনকে সাদা পোশাকধারী পুলিশ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে।

তিনি বলেন, আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের। দেশের জনগণকে বিনা কারণে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে আটক রেখে নির্যাতন চালানোর কোন এখতিয়ার সরকারের নেই। সরকার পরিকল্পিতভাবে ঠা-া মাথায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা মানুষ হত্যার যে জঘন্য পন্থা অবলম্বন করেছে তার জন্য সরকারকে জনগণের নিকট অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। তিনি জনগণের জান-মাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি গ্রেফতারকৃত নজরুল ইসলাম এবং নাসির উদ্দিন মাস্টারের এই মুহূর্তে মুক্তি দাবি করেন।

আওয়ামী লীগের অপরাজনীতি ও অবৈধ ক্ষমতা লিপ্সার কারণে গণতন্ত্র বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

নূরুল ইসলাম বুলবুল

জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারি নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র হত্যা করে দেশে একদলীয় বাকশালী শাসন কায়েম করেছিল। কিন্তুদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের অভিযাত্রা শুরু হলেও আওয়ামী লীগের অপরাজনীতি ও অবৈধ ক্ষমতা লিপ্সার কারণে পরবর্তী পর্যায়ে সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের উদার নৈতিক গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র হত্যা করে দেশে নতুন মোড়কে নব্য বাকশাল কায়েম করেছে। সরকার পেশীশক্তির জোড়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতেই জনগণের ওপর দলন-পীড়ন, হত্যা-সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য-নাশকতা চালাচ্ছে। তাই দেশ, জাতি ও গণতন্ত্রকে ফ্যাসীবাদী ও বাকশালীদের খপ্পর থেকে বাঁচাতে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য ও দুর্বার গণআন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই। তিনি জুলুম-নির্যাতন উপেক্ষা করে স্বৈরাচারী ও গণবিরোধী সরকারের পতনের লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

শনিবার রাজধানীতে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী আয়োজিত ‘গণতন্ত্র হত্যা দিবস’ এর আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগরীর সহকারী সেক্রেটারি মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, এডভোকেট এসএম কামাল উদ্দীন, এডভোকেট ইউসুফ আলী ও এডভোকেট মাঈন উদ্দীন প্রমুখ। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাকসহ জামায়াত-শিবির নেতৃবৃন্দ।

নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, আওয়ামী লীগ মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও তাদের দ্বারাই গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের ইসলামী রাজনীতিসহ দেশের সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করার জন্যই মাত্র ৪টি পত্রিকা রেখে সকল গণমাধ্যমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। বিরোধী মত দমনের জন্যই হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে হত্যার মাধ্যমে মারাত্মকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছিল। তারা পাতানো ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আবারও ক্ষমতায় এসে দেশের গণতন্ত্র হত্যা ও সংবিধানকে দলীয় ইশতেহারে পরিণত করেছে। বিরোধী মত দমনের জন্য সারা দেশে নারকীয় তা-ব চালানো হচ্ছে। অতীতের বাকশালী মানসিকতার ধারাবাহিকতায় একের পর এক গণমাধ্যম বন্ধ করা হচ্ছে। বাকিগুলোর উপরও নিয়ন্ত্রণ ও সেন্সরের খড়গ নেমে এসেছে। তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্যই গোটা দেশকেই মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছে। কিন্তু সরকার জুলুম-নির্যাতন এবং হত্যা-সন্ত্রাস চালিয়ে জনতার কণ্ঠ কোনভাবেই স্তব্ধ করতে পারবে না। তিনি জনগণকে ইস্পাত কঠিন ঐক্যের মাধ্যমে আওয়ামী ফ্যাসীবাদীদের বিরুদ্ধে দুর্বার গণপ্রতিরোধ ও বিজয় ছিনিয়ে আনার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেছে। তারা দেশকে মেধা ও নেতৃত্বশূন্য পরশ্রয়ী করদরাজ্য বানানোর জন্যই জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের কথিত বিচারের নামে প্রহসন করে একের পর এক প্রাণদ-দ-ত করছে। সরকার সম্পূর্ণ অন্যায়, নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে আব্দুল কাদের মোলাকে হত্যা করেছে। মূলত আওয়ামী লীগ লেন্দুপ দর্জির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশকে সিকিম বানানোর ষড়যন্ত্র করছে। তারা নিজেদের স্বাধীনতার সোল এজেন্ট বলে দাবি করলেও তাদের অপরাজনীতির কারণেই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। তাই সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন আদায়ের মাধ্যমে জনগণের সরকার কায়েম করতে হবে। তিনি দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, আওয়ামী লীগ যতবার ক্ষমতায় আসে ততবার অভিনবত্ব সৃষ্টি করে। তারা ১ম বার ক্ষমতায় এসে দেশে এক দলীয় বাকশালী শাসন কায়েম করেছিল। দ্বিতীয় দফায় ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছে। আর ৫ জানুয়ারির প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্রকেই নির্বাসনে পাঠিয়েছে। মূলত আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র হত্যায় ইতোমধ্যেই হ্যাট্রিক করে ফেলেছে। তাই বাকশালী ও ফ্যাসিবাদী এ অপশক্তি মোকাবিলায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

এসএম কামাল উদ্দীন বলেন, সরকার নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্যই জনগণের ওপর দলন-পীড়ন চালাচ্ছে। কিন্তু জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে অতীতে কোনো স্বৈরাচারের শেষ রক্ষা হয়নি, আওয়ামী লীগেরও শেষ রক্ষা হবে না।

ইউসুফ আলী বলেন, সরকার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্যই সংবিধানকে পদদলিত করেছে। তাই এই অপশক্তির হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে বৃহত্তর গণআন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

রিটের শুনানিতে আইনজীবী

পুলিশ বেআইনিভাবে ইনকিলাব পত্রিকার প্রেস সিলগালা করেছে

দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার প্রেস খুলে দেয়ার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে দায়ের করা রিট আবেদনের ওপর শুনানি শুরু হয়েছে। বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী এবং বিচারপতি মো. হাবিবুল গনির সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে এ শুনানি শুরু হয়। ইনকিলাবের পক্ষে শুনানিতে অংশ নিয়ে অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম বলেন, পুলিশ সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ইনকিলাব পত্রিকার প্রেস সিলগালা করে দিয়েছে। বাংলাদেশের কোনো আইনেই পুলিশকে এ ধরনের এখতিয়ার দেয়া হয়নি। তিনি বলেন, ইনকিলাব প্রেস বন্ধ করে দেয়ার ক্ষেত্রে সরকার বা সরকারের কোনো সংস্থার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের আদেশ জারি করা হয়নি। কর্তাব্যক্তিরা বলছেন পত্রিকা বন্ধ করা হয়নি। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে আমরা পত্রিকা বের করতে পারছি না। মুদ্রণ ও প্রকাশনা আইন অনুযায়ী ৯০ দিন যদি আমরা পত্রিকার বের করতে না পারি তবে আমাদের ডিক্লারেশন বাতিল হয়ে যাবে। এ অবস্থায় পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে আদালতের নির্দেশনা প্রার্থনা করছি। রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোখলেছুর রহমান সময় চাইলে আদালত আজ আবার শুনানির দিন ধার্য করে। ইনকিলাবের পক্ষে রোববার কাদেরিয়া পাবলিশার্স অ্যান্ড প্রিন্টার্স রিট আবেদনটি দায়ের করে। শুনানিতে পত্রিকাটির পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার রফিক-উল হক, ব্যারিস্টার খায়রুল আলম চৌধুরী। গত ১৬ জানুয়ারি রাতে ইনকিলাবের ছাপাখানা সিলগালা করে তিন সাংবাদিককে আটক করে পুলিশ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে পত্রিকাটির সম্পাদক এবং প্রকাশক এএমএম বাহাউদ্দীনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।